# কনফেশন

(ফেইসবুক এবং একটি জন্মদিন এর ২য় পর্ব)

মাহাবুব রেজা রহিম

"যাহা বলিব সত্য বলিব, সত্য বই মিথ্যা বলিব না ---" সুপ্রীম কোর্টে একটি স্বাক্ষীকে পরাস্ত করে আঁখি বাসায় ফিরে একটু স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে। ট্রায়াল ল' তে এ এক প্রতিদিনকার যুদ্ধ। একদিন জিতবে আর একদিন হারবে। দিনটি ভালই গেল আঁখির। ছেলে এসে জানাল তার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে চান্স হয়েছে। ফিন্যান্স বিভাগে। "মা আই এম সো হ্যাপী। আচ্ছা তোমার কোন বন্ধু কি ফিন্যান্সে পড়ত?" আঁখি উত্তরে বলে হ্যাঁ। "উনি এখন কোথায়? ব্যাংকে না সরকারি চাকুরিতে? ভেরী সাক্সেস্ফুল তাই না?" আঁখি উত্তরে বলে "তোমার এক আংকেল পড়তেন। উনি এখন ইউ, এস, এ তে। অনেকদিন যোগাযোগ নেই।"

কেমন যেন আনমনা করে ফেলে আঁখিকে প্রশ্নগুলো। চা খেতে খেতে টিভির চ্যানেল ঘুরায়। সর্বত্র ঘ্যান ঘ্যানানি ছাড়া আর কিছুই হচ্ছে না টিভিতে। ঝিম ধরে আসে মাথা। অনেকদিন পর খুব করে মনে পড়ে অনিন্দ্যের কথা। অনিন্দ্য ফিন্যান্স এ পড়ত। আঁখির প্রথম প্রেম। ক্যালেন্ডারের দিকে চোখ পড়তেই মনে হয় ত্রিশ বছর আগের কথা। অনিন্দ্য ও আঁখি একই শহরের উচ্ছল প্রেমিক প্রেমিকা। দু'জন দু'জনকে পাগলের মত ভালবাসত। প্রেমের শুরুটা আঁখির দিক থেকে হলেও পরে ভিন্ন মাত্রা পায়। আঁখির দিক থেকেই রিলেশন টা শেষ করতে হয়। সে জানে অনিন্দ্যকে কষ্ট দিয়েছে সে, কিন্তু অনিন্দ্যকে কখনই বলা হয় নি। আঁখি ভাবে আজ সে জানাবে অনিন্দ্যকে, কেন এমন হল? আঁখি চিঠি লিখতে বসে।

"অনিন্দ্য,

অনেকদিন পর তোমাকে আবার লিখছি। কেন লিখছি জানি না । তবে একটা দায়বোধের কারনেই হয়ত। আমি জানি তুমি ভাল আছ। ঘরে সুন্দরী বউ আর ফুটফুটে মেয়েদের নিয়ে তোমার সাজানো সংসার। সব পাওয়ার দেশে ভাল থাকারই কথা। আমি কেমন আছি নাই বা বললাম তবে তোমাকে লেখার কারনটা হলো, ত্রিশ বছর ধরে যে আত্মগ্লানি আমাকে তাড়া করে ফিরছে ইদানিং তা প্রায়শই মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে। তুমি আমাকে ঘৃনা কর আমি তা জানি এবং এটাই স্বাভাবিক। আমি তোমাকে কষ্ট দিয়েছি, কথা দিয়ে কথা রাখি নি। শুধু তাই নয় নিজে আগ বাড়িয়ে প্রেম করে সরে গেছি এমতাবস্থায় হাজারটা বিশেষন দিয়ে তুমি আমাকে কিছু বললেও আমার কষ্টটা হয়ত দূর হত। কিন্তু তুমি তা করনি। বরং কষ্ট নিয়েই দূরে চলে গেছ। আমার আজকের কষ্টটা তাই যেন বেশী । এটা কি তোমার অন্য পদ্ধতির শাস্তি দান, না মহত্ব?



Khabor Dot Kom

কেটে গেছে ত্রিশ বছর  তোমার সাথে যোগাযোগ নেই  তবুও মাঝে মাঝেই দমকা হাওয়ার মত এসে প্রথম প্রেমের স্মৃতিগুলো তাড়া করে। নড়বড়ে করে দেয় মনোজগত’। প্রথম প্রেমের অনুভূতিই ভিন্ন। যার তুলনা করা যায় না। এখনও ভাবি কি জেদী ছিলাম আমি,আর তুমি কত সহজেই সে পাগলামি গুলো মেনে নিতে। তোমার মনে আছে কিনা জানি না একবার তোমার সাথে ব্রম্মপুত্রের পাড়ে বেড়াতে   যেতে চেয়েছিলাম। তুমি বললে নানা মানুষ নানা কথা বলবে। কিন্তু আমাকে যেতেই হবে। অবশেষে ঠিক হল আমি একটা জায়গা পর্যন্ত রিক্সায় যাব সেখান থেকে তুমি মটর সাইকেলে নিয়ে যাবে, তাতে অতি পরিচিতজনদের হাত থেকে রেহাই পাওয়া যাবে। ব্রম্মপুত্রের সেই নৌকা এখনও আমাকে দোল দেয়। তুমি চরজাগা বালুচর দেখে বলেছিলে, আমাদের জীবনটা যেন এমন হতাশার বালুচর না হয়। আমি তোমার মুখে হাত দিয়ে বলেছিলাম এমন অলুক্ষুনে কথা না বলতে অথচ বিধাতার অমোঘ নিয়মে আমরা কে কোন বালুচরে ছিটকে পড়েছি আজ।

তুমি হয়ত ভাবছ ত্রিশ বছর পরে কেন এসব কথা? কি প্রয়োজন পিছনে ফিরে দেখার? কিন্তু ঐ যে বললাম একটু পাপমোচনের প্রশান্তি।

জামালপুরে গেলেই তোমার কথা শুনি। আমি জানি না কেন তোমাকে মানুষ এত ভালবাসে? একবার ইশতিয়াক কে মানে আমার স্বামীকে নিয়ে জামালপুর গেছি। ইশতিয়াক শহরটা একটু ঘুরে দেখতে চাইলে একটি রিক্সা নিয়ে শহরের অলি গলি তে ঘুরছি এমন সময় হঠাত’ রিক্সাওয়ালা বলে “ আফা আপনে কামডা বালা করেন নাই। অনিন্দ্য বাই খুব বালা মানুশ। উনারে কষ্ট দেওনডা ঠিক হয় নাই আপনার।” আমি ত নির্বাক। ইশতিয়াক তোমার বিষয়ে জানত। তাই একটু মজা নেয়ার চেষ্টা করছিল। আমি রিক্সা ঘুরাতে বললাম। বাসায় এসে ইশতিয়াক আরও কয়েকবার বিষয়টি নিয়ে মজা করার চেষ্টা করেছে কিন্তু আমি এগুতে দেয় নি।

আমার বিয়ের পর তোমার সাথে টি এস সি তে দেখা হয়েছিল। ভেবেছিলাম তোমাকে বলব কেন এমন হল কিন্তু তোমাকে দেখেই আমার সব কিছু উলট পালট হয়ে যায়। আর বলা হয় নি। অবশ্য আমি জানতাম তোমাকে বলতে চাইলেও তুমি শুনতে না। আজকে সে কথাগুলো বলার জন্যই এ চিঠি।

তুমি আমেরিকা যাওয়ার পর আমার প্রেম যেন আরও বেড়ে যায়। কোন কিছুতেই মন বসে না। যেন বিরহিনীর কত দশা এক, দুই, তিন, দশটি ।  বুকের ভিতর শুধু হাহাকার করতে থাকে কবে ফিরবে তুমি? আমার সাজগোজ দেখলেই পরিবারের এমনকি মহল্লার সবাই বুঝত যে আজকে ফোনে কথা হয়েছে অথবা চিঠি এসেছে তোমার। তোমাদের বাসায় যেতাম প্রায়ই এবং খালাম্মার সাথেও একটা সম্পর্ক হয়ে যায় ভাবী পুত্রবধু হিসেবে। তোমার একান্ত ইচ্ছেতেই সুইজারল্যান্ড যাই ইওথ প্রোগ্রামে। আমার বিশ্বাস ছিল যে করেই হউক তুমি আসবে জেনেভায়। শরীর ও মনের এক ধরনের আচ্ছন্নতা নিয়ে জেনেভায় গিয়ে দেখি তুমি আস নি আমাকে সারপ্রাইজ দিতে। অনেকটাই আশাহত হয়েছিলাম। ভেবেছি তোমার টানটা বোধ হয় আগের মত নেই। তোমার ইমিগ্রেশন সমস্যাটা আমার কাছে অজুহাত মনে হয়েছিল।

দেশে ফিরে একটি জুনিয়র ছেলের সাথে পরিচয় হয়। সে আমাদের এ লং ডিস্ট্যান্স এর প্রেমের সব কাহিনীই জানে। সে বিষয়টিতে এতই আপ্লুত যে আমার চিঠি লিখার প্যাড কিনে দেয় এমন নির্মল  প্রেমের শুভেচ্ছাস্বরুপ। আমার ও তাকে ভাল লাগে, অবশ্য ঐ সময় যে কেও আমাদের প্রেমের প্রশংসা করলেই দেবতা মনে হত। সে

বিভিন্ন কারনে আমাদের বাসায় আসত। আমি ভাবতাম হয়ত আমার ছোট কাজিনকে পছন্দ করে। আমি এই ছেলেটির কথা তোমাকে জানিয়েছিলাম। জানি না কেন যেন তুমি আমাকে তার কাছ থেকে দূরে থাকতে বলেছিলে। আমি ভেবেছিলাম তুমি যেহেতু তাকে কোনদিন দেখ নি, তাকে চেন না তাই তোমার কথাটির গুরুত্ব দেই নি। তার কয়েক মাস পরে এক বান্ধবীর কাছে শুনি ছেলেটি নানা কথা ছড়াচ্ছে। আমি ওকে ফোন করলে সে তাদের বাসায় যেতে বলে। আমি আরও কয়েকবার ওদের বাসায় গেছি তাই সেদিনও যাই। বাসাতে পৌঁছে আমি তার আসল রুপ দেখতে পাই। সে হুমকির মুখে আমাকে ছোট করে। আমি হতভম্ব হয়ে যাই। ঘৃনায়, লজ্জায় কাউকে বলতে পারি নি। তোমাকে চিঠি লিখি যে, যদি তোমার আঁখিকে কেহ লাঞ্ছিত করে তবুও কি তোমার প্রেম আগের মতই থাকবে? তোমার উত্তর আসে "অবশ্যই। এক্সিডেন্ট কে মেনে নিতেই হবে। তবে রেড লাইট না মেনে এক্সিডেন্ট করলে ভেবে দেখতে হবে।" আমার সমস্ত সত্বা জুড়ে প্রত্যাখ্যানের ভয় বাসা বাঁধে। তুমি প্রথমেই সেই ছেলের সাথে মিশতে নিষেধ করেছিলে। তবুও তুমি দেশে এলে সামনাসামনি বিষয়টি বলব বলে সিদ্ধান্ত নেই । তবে ভয় টা অবচেতন মনে পীড়া দেয় আর নিজের উপর এক ধরনের ঘৃনা জমতে শুরু করে।

এমনি মানষিক দোলাচলে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হই। হলে থাকার কারনে তোমার সাপ্তাহিক টেলিফোনের সুযোগটাও হাতছাড়া হয়। চিঠি আসা যাওয়ায় সময় লাগে প্রায় এক মাস। যোগাযোগটা আগের তুলনায় কমে আসে। তোমার বন্ধুরা প্রচুর সময় দেয়। সেইসাথে আমার এক দূর সম্পর্কের কাজিন। ওর নাম স্বাধীন। সে জানে তোমার সাথে আমার প্রেম। প্রতিদিন সে আমাকে নানান ধরনের বই যেমন post modern philosophy , split personality, identity crisis , nothingness এর জোগান দেয় আর আমি তা আত্বস্থ করার চেষ্টা করি। নিজে বই পড়ুয়া হিসেবে পড়ুয়া স্বাধীনের সাহচর্য্য ভাল লাগে। তার কথার মাঝে এক ধরনের হিপ্নোটিজম ফিল করি। নিজের অজান্তেই কখন যেন পোষ্ট মডার্ন ফিলসফিতে আক্রান্ত হয়ে যাই । আমার মনস্তাত্বিক জীবনে স্বাধীনের আইডিওলজীকাল আগ্রাসী প্রভাব আমাকে পুরোপুরি ভাসিয়ে নিয়ে যায়। জগত, সংসার, ধর্ম, মুল্যবোধের এক বিরাট পরিবর্তন আমাকে তাড়া করে। মনে হয় আমি আর তুমি দুই মনোজগতের বাসিন্দা। আমার কাছে প্রচলিত বিয়ে, ধর্ম একটি জঞ্জাল মনে হতে থাকে আর ঠিক এসময়ে স্বাধীন একটি অপ্রচলিত প্রেমের প্রস্তাব দেয়। যার পরিনতি বিয়ে নয়, সংসার নয়। সে সময়ই তোমার সাথে সম্পর্ক শেষ করার সিদ্ধান্ত নিই।

তোমার আর শোনার আগ্রহ না থাকলেও আমার লিখতে ইচ্ছে করছে তারপর কি হয়?

তুমি ছিলে খুব গোছানো, পরিকল্পিত আর জীবন সংসারে স্থির অন্য দিকে আমি ছিলাম আবেগী, চঞ্চল আর অস্থির। তুমি আমাকে স্থির হতে বলতে আর স্বাধীন আমার অস্থিরতা আরও বাড়িয়ে দেয়। একটি বছর মন্দির, শশ্বান, গোরস্থান, মাজার কত অদ্ভুত জায়গায় ঘুরে বেড়াতাম আমরা। এই অপ্রচলিত প্রেম, এই অস্থিরতার মুল্য আমাকে শোধ করতে হয়েছে নানা ভাবে। একই সাথে দুনির্বার আকর্ষন আর বিপরীতমুখী ঘৃনার উপর ভিত্তি করে আমাদের এই সম্পর্ক গড়ে উঠলেও আমি সে দর্শনে বেশিদিন থাকতে পারি নি। এক বছরের মধ্যেই আমার হিপ্নোটিজম কেটে যায়। সেসময় আত্মহত্যা আর ড্রাগ ছাড়া আর উপায় ছিল না আমার। কিন্তু তোমার কাছে ফেরার পথও ছিল বন্ধ। রিক্ত,নিস্বঃ হয়ে তোমার সামনে দাড়াতে চায় নি।

জীবনের এই দুর্যোগে ইশতিয়াক অনেকটা ত্রানকর্তা হিসেবে আমার সামনে আসে। আমার অতীতের সব জঞ্জাল জেনেও আমাকে গ্রহন করে । তাই একদিনের নোটিশে বৃষ্টি ভেজা এক দুপুরে ইশতিয়াক কে বিয়ে করি ফেলি।

ইশতিয়াক ছিল বেকার আর ওদিকে বিয়ের খবর শুনে বাবা মা উত্তেজিত হয়ে আমার খরচ পাঠানো বন্ধ করে দেয়। খুব কষ্ট করে পড়াশুনাটা শেষ করি একটি মাঝারি রেজাল্ট নিয়ে। প্রায় পনের বছর কাটে দারিদ্রতার কষাঘাতে। সংসার বলতে যা বুঝায় তা আমাদের ছিল না। অভাব অনটনের পাশাপাশি পারস্পারিক দোষারোপ, মারামারি, হতাশা আর ব্যর্থতায় সংসার টা হয়ে উঠে একটি নরক। কিন্তু ঘরে আসে আগুন্তক আমার ছেলে। মাঝে মাঝে মনে হত তোমার কথা, আমার নিজের পায়ে দলানো প্রথম প্রেমের কথা।

পনের বছর পর ইশতিয়াকের একটা ভাল চাকুরি হয়। আমিও সুপ্রীম কোর্টে প্র্যাকটিস শুরু করি। জীবনে অর্থনৈতিক, সামাজিক প্রতিষ্ঠা আসে। তবু কেন যেন মনে হয় আমার অর্ধেক নকশাটা হয়ত তোমার কাছেই ছিল যেটা আর হয়ত কোনদিনই পাব না ।

তুমি কি ভাবছ জানিনা তবে একটু শান্তি পাচ্ছি এই ভেবে যে তোমাকে জানাতে পেরেছি, কেন এমন হল? অবচেতন মনে প্রত্যাখ্যানের ভয় আর জীবন দর্শনের আমূল পরিবর্তন আমাকে তোমার কাছ থেকে অনেক দূরে ঠেলে দিয়েছিল। তবে আমি তোমাকে ঠকাতে চাই নি। নিস্বঃ, রিক্ত অবস্থায় তোমার কাছে ফিরে মিথ্যের উপর আমার প্রথম প্রেমের প্রাসাদ গড়তে চাই নি। পারলে আমাকে ক্ষমা করো। আজকে রাখি।  ভাল থেক আর ভালবেসনা।

ইতি

তোমার প্রথম প্রেম আঁখি”

চিঠিটা পাঠানোর জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ে আঁখি। মধ্যরাতেই অনিন্দ্যের এক বন্ধুকে কল করে ঠিকানা জানার জন্য। বন্ধু মেইলিং এড্রেসের বদলে ফেইসবুকের আড্রেস দেয়। আঁখিরও একটি একাউন্ট ছিল কিন্তু  অনেক বছর লগ অন করা হই নি। পাসওয়ার্ডও ভুলে গেছে। নতুন পাসওয়ার্ড নিয়ে একাউন্টে লগ অন করতেই দেখে একটি মেসেজ। ভাষা হারিয়ে ফেলে সে । পনর বছর আগের একটি জন্মদিনের শুভেচ্ছা বার্তা। পাঠিয়েছিল অনিন্দ্য। আবেগে কম্পিত আঁখি অনিন্দ্যের প্রোফাইল সার্চ দিতেই অনিন্দ্যের ওয়াল বেড়িয়ে আসে। কিন্তু কি দেখছে আঁখি। ওয়াল ভরা কন্ডোলেন্স মেসেজ।  সবাই কাকে কন্ডোলেন্স  জানাচ্ছে? একটু স্ক্রল করে পেইজ এর নীচে যেতেই দেখে একটি মেসেজ “মাত্র দু’দিন আগে এক মর্মান্তিক সড়ক দুর্ঘটনায় অনিন্দ্য মারা গেছে। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল সাতান্ন।” হাওমাও করে কেঁদে উঠে আঁখি। ধর্মে অবিশ্বাসী আঁখি দু’রাকাত নামাজের জন্য গোসল করতে করতে ভাবে পনের বছর আগে যেদিন অনিন্দ্যের শুভেচ্ছা বার্তাটি এসেছিল সেদিনই ইশতিয়াকের চাকুরি টা হয়েছিল। এটা কি কাকতালীয় নাকি অনিন্দ্য তাকে ক্ষমা করে দিয়েছে? নামাজের পর জায়নামাজেই ঘুমিয়ে পড়ে আঁখি।  দক্ষিনের জানালার শব্দে ঘুম ভাঙ্গে। শীতল বাতাসের একটি আবহ আসছে সেই জানালা দিয়ে। সেই জানালায় আকাশের দিকে তাকাতেই একটি জ্বলজ্বলে তারা চোখে পড়ে। যে তারাটি আগে কখনো চোখে পড়েনি

khabor Dot Kom .... We Know Bangladesh Better.
Web: http://www.khabor.com/
Email: info@khabor.com, news@khabor.com

আঁখির। আঁখি সেই তারাকেই বলতে থাকে তোমাকে আর জানাতে পারলাম না কেন এমন হলো। তুমি কি আমায় ক্ষমা করেছ বন্ধু?

Khabor Dot Kom